প্রসপেক্টাস

উচ্চমাধ্যমিক

(একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি)

ব্যবসায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান গ্রুপ

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৪-২০২৫

College Code : 1375 | EIIN : 108207

ঢাকা কমার্স কলেজ

DHAKA COMMERCE COLLEGE

(স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত)

ঢাকা কমার্স কলেজ রোড, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

ফোন: +৮৮-০২-৪৮০৩৩৯০৩, ৪৮০৩৬৯৪২, ৪৮০৩৭৩৫৭

www.dcc.edu.bd dhaka commerce college

cdhakacommercecollege@yahoo.com

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ড. মো. মশিউর রহমানের নিকট থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‌্যাংকিং ২০১৮-এ সেরা বেসরকারি কলেজের সনদ ও পুরস্কার গ্রহণ করছেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ (২৯ জানুয়ারি ২০২৪)

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির নিকট থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‌্যাংকিং ২০১৭-এ সেরা বেসরকারি কলেজ, ঢাকা অঞ্চলে সরকারি ও বেসরকারি কলেজের মধ্যে ১ম এবং প্রাক-মডেল কলেজের মধ্যে ১ম স্থান অর্জনকারী ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন কলেজ অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম (০২.০৩.২০১৯)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‌্যাংকিং ২০১৬-এ সেরা বেসরকারি কলেজের সনদ ও পুরস্কার গ্রহণ করছেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ (৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮)

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের নিকট থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‌্যাংকিং ২০১৫-এ সেরা বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে ১ম, ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের মধ্যে ৩য় এবং জাতীয় পর্যায়ে ৪র্থ স্থান অর্জনকারী ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ (২০.০৫.২০১৬)

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২-এ শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুকের নিকট থেকে সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৬-এ শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী (৪ নভেম্বর ১৯৯৬)

মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপির উপস্থিতিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ প্রি-মডেল কলেজের পুরস্কার গ্রহণ করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এএফএম শফিকুর রহমান (২০১৯)

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র

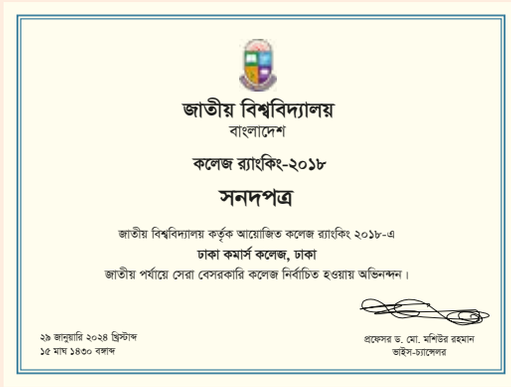

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ
কলেজ র‌্যাংকিং-২০১৮
সনদপত্র
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত কলেজ র‌্যাংকিং ২০১৮-এ
ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হওয়ায় অভিনন্দন।
২৯ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
১৫ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
প্রফেসর ড. মো. মশিউর রহমান
ভাইস-চ্যান্সেলর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ
কলেজ র‌্যাংকিং ২০১৭
সনদপত্র
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত কেজিআই (Key Performance Indicators)-এর ভিত্তিতে কলেজ পারফরমেন্স র‌্যাংকিং ২০১৭-এ ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
১৮ই ফাল্গুন ১৪২৫
২রা মার্চ ২০১৯
প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ
কলেজ র‌্যাংকিং ২০১৬
সনদপত্র
২০১৬ সালের কলেজ র‌্যাংকিং-এ ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত। প্রাপ্ত স্কোর ৬৩.২৮।
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০১৮
২২শে মাঘ ১৪২৪
প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর
কলেজ র‌্যাংকিং ২০১৫
সনদপত্র
ঢাকা কমার্স কলেজ ২০১৫ সালের কলেজ র‌্যাংকিং-এ বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করে।
প্রাপ্ত স্কোর ৬১.৮৫।
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
২০শে মে ২০১৬
৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩
প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ
মডেল কলেজ প্রকল্প
সনদপত্র
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক Key Performance Indicators (KPI)-এর ভিত্তিতে ঢাকা কমার্স কলেজ-কে প্রাক-মডেল কলেজ হিসেবে ঘোষণা করা হলো। শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
১৩ই আশ্বিন ১৪২৬
২৮শে সেপ্টেম্বর ২০১৯
প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শ্রেষ্ঠ কলেজের সনদপত্র

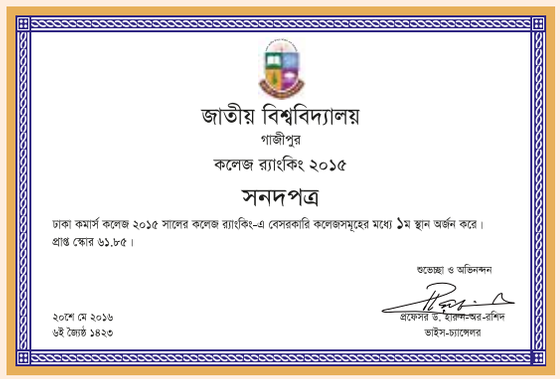

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সনদপত্র
শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিবেচিত হওয়ায়
ঢাকা কমার্স কলেজ
চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর, ঢাকা-কে
এ সনদপত্র প্রদান করা হল।
(মোহাম্মদ শহীদুল আলম)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৬
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সনদপত্র
শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে বিবেচিত
ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা-কে
এই সনদপত্র প্রদান করা হল।
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে–
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি ॥

আমাদের আদর্শ

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজের মৌলিক আদর্শ হলো শিক্ষা, কর্ম ও ধর্ম। অর্থাৎ প্রথমে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, অতঃপর অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের জন্য কাজ করতে হবে এবং এটাই হবে ধর্ম। কারণ, আমরা মনে করি, জ্ঞানহীন কর্ম এবং কর্মবিমুখ ধর্ম নিরর্থক।

প্রত্যয়

নিয়মানুবর্তিতা, অনুশীলন ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে ঢাকা কমার্স কলেজ একটি সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত জাতি গঠনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। অনাগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীকে সাফল্যের শিখরে উন্নীত করার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠান বদ্ধপরিকর। শিক্ষার্থীর কর্মময় ভবিষ্যৎ রচিত হোক প্রতিষ্ঠানের সযত্ন পরিচর্যায়।

শপথ

আমি সৃষ্টিকর্তার নামে অঙ্গীকার করছি যে, কলেজ ও দেশের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি ঐকান্তিক থাকবো। উত্তম ফল অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তুলবো। উন্নত চরিত্র গঠনে সচেষ্ট হবো। কলেজের সুনাম বৃদ্ধির জন্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাব। আমি এ সব কিছুই করবো আমার নিজের জন্য, আমার পরিবারের জন্য, আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, সর্বোপরি সমগ্র মানব জাতির জন্য। মহান স্রষ্টা আমার সহায় হোন। আমিন।

প্রস্তাবনা

ঢাকা কমার্স কলেজ স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ব্যতিক্রমধর্মী একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৯৮৯ সালে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কলেজের শিক্ষার্থীদেরকে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষার ছোঁয়ায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পাঠদান করা হয়।

ঢাকা কমার্স কলেজ একটি বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এ কলেজের প্রধান লক্ষ্য বিশ্বায়ন ও একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাত্ত্বিক শিক্ষাকে বাস্তবতার সাথে সমন্বয় করে পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যোগ্য করে গড়ে তোলা। সেজন্য ঢাকা কমার্স কলেজে Academic Calendar ও Course Plan অনুযায়ী টার্ম পদ্ধতিতে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হয়। এখানে নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক, মিডটার্ম ও টার্ম পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত সাফল্যের লক্ষ্যে প্রস্তুত করা হয়।

এখানে একজন শিক্ষার্থীকে কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় সীমাবদ্ধ না রেখে সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যে সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করা হয়, যাতে একজন শিক্ষার্থী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ঢাকা কমার্স কলেজে আছে একদল নিবেদিতপ্রাণ ও কর্মচঞ্চল আদর্শ শিক্ষক। শিক্ষার্থীরা তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা ও সংস্পর্শে খুঁজে পায় সঠিক পথের দিশা।

উন্নত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রায়ই দেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষকদের কলেজে আমন্ত্রণের মাধ্যমে শিক্ষা সম্পূরক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম হিসেবে এ কলেজে আনন্দ ভ্রমণ (ইলিশ ভ্রমণ), বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক সপ্তাহ, বিজ্ঞান মেলা প্রভৃতি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েই তাদের মানস উন্নয়নে সহায়তা পায়।

যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে ঢাকা কমার্স কলেজে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যবসায় শিক্ষার পাশাপাশি ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিজ্ঞান গ্রুপ চালু করা হয়েছে। বর্তমানে বিজ্ঞান গ্রুপের অনেক শিক্ষার্থী বুয়েট, মেডিক্যাল ও অন্যান্য স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। স্নাতক পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, ইংরেজি ও অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। পাশাপাশি এখানে BBA প্রফেশনাল ও CSE প্রফেশনাল কোর্স এবং এমবিএ (প্রফেশনাল) সান্ধ্যকালীন প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। কলেজটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে ২ বার (১৯৯৬ ও ২০০২ সালে) দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮-এ জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ বেসরকারি কলেজ এবং ঢাকা অঞ্চলের সরকারি-বেসরকারি কলেজের মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করেছে। এ কলেজ সমগ্র বাংলাদেশে প্রাক মডেল কলেজ হিসেবে নির্বাচিত ৫টি কলেজের মধ্যে র‍্যাংকিংয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। কলেজের নিজস্ব ভবনে ছাত্রী হোস্টেলের সুবিধা আছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে নিজস্ব খেলার মাঠ, সুসজ্জিত ব্যায়ামাগার, মেডিক্যাল সেন্টার ও সুপেয় বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা।

সামগ্রিক বিচারে ঢাকা কমার্স কলেজ দেশের এমন একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠ, যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মূল উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন ও অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করে কর্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করা এবং সমাজ ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা।

প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ
অধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ

গভর্নিং বডি

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক
চেয়ারম্যান

এ এফ এম সরওয়ার কামাল
সদস্য

প্রফেসর মো. আবু সালেহ
সদস্য

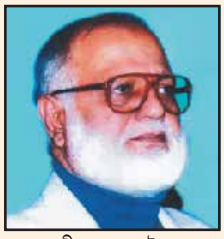

প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
সদস্য

মো. শামছুল হুদা এফসিএ
সদস্য

আহমেদ হোসেন
সদস্য

প্রফেসর মো. এনায়েত হোসেন মিয়া
সদস্য

প্রফেসর ডা. এম এ রশীদ
সদস্য

প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান
সদস্য

মো. আব্দুল মজিদ
অভিভাবক প্রতিনিধি

অ্যাডভোকেট মো. হাবিবুর রহমান
অভিভাবক প্রতিনিধি

ফরিদা আখতার সেতু
অভিভাবক প্রতিনিধি

প্রফেসর আবু নাঈম মো. মোজাম্মেল হোসেন
শিক্ষক প্রতিনিধি

প্রফেসর সুরাইয়া পারভীন
শিক্ষক প্রতিনিধি

মো. সাহেদ হোসেন
শিক্ষক প্রতিনিধি

প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ
সদস্য সচিব/অধ্যক্ষ

শিক্ষক পরিচিতি

অধ্যক্ষ : প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ
উপাধ্যক্ষ : প্রফেসর মো. ওয়ালী উল্যাহ্
অনারারি প্রফেসর : প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী

শিক্ষার্থী উপদেষ্টাবৃন্দ

ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ

নাম	কক্ষ নম্বর
প্রফেসর সৈয়দ আব্দুর রব ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৫১৫/১
প্রফেসর মো. আমিনুল ইসলাম হিসাববিজ্ঞান বিভাগ	৪১৬/১
প্রফেসর মো. আক্‌তার হোসেন ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ	৭১২/১
প্রফেসর দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন মার্কেটিং বিভাগ	জি০৭/১

বিজ্ঞান গ্রুপ

নাম	কক্ষ নম্বর
প্রফেসর সাদিক মো. সেলিম ইংরেজি বিভাগ	২০৮/২
প্রফেসর মো. মঈনউদ্দিন আহমেদ ইংরেজি বিভাগ	৪০১/২
মো. আবদুল খালেক সহযোগী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ	৬০১/২
এ.এইচ.এম সাইদুল হাসান সহযোগী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ	৫০১/২

বিভাগীয় শিক্ষক পরিচিতি

বাংলা বিভাগ

১. ড. ইসরাত মেরিন, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. প্রফেসর আবু নাঈম মো. মোজাম্মেল হোসেন
৩. এস. এম. মেহেদী হাসান, এমফিল, সহযোগী অধ্যাপক
৪. ড. মীর মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক
৫. মো. মশিউর রহমান, সহকারী অধ্যাপক
৬. রেজাউল আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক
৭. পার্থ বাড়ৈ, সহকারী অধ্যাপক
৮. মুক্তি রায়, সহকারী অধ্যাপক
৯. আবুল কাশেম খান, প্রভাষক
১০. সোনিয়া আরেফিন, প্রভাষক
১১. মোস্তাফা কামাল আরিফ, প্রভাষক
১২. মো. হাশিম রেজা, প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

ইংরেজি বিভাগ

১. মো. মনসুর আলম, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. প্রফেসর সাদিক মো. সেলিম, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা
৩. প্রফেসর মো. মঈনউদ্দিন আহমদ, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা
৪. শামীম আহ্‌সান, সহযোগী অধ্যাপক
৫. মাকসুদা শিরীন, সহযোগী অধ্যাপক
৬. উৎপল কুমার ঘোষ, সহযোগী অধ্যাপক
৭. খোন্দকার মো. হাদিউজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক
৮. খায়রুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক
৯. মো. জাহিদুল কবির, সহকারী অধ্যাপক
১০. মোহাম্মদ শফিকুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক
১১. সমীরণ পোদ্দার, সহকারী অধ্যাপক
১২. মো. আনোয়ার হোসেন, সহকারী অধ্যাপক
১৩. অনুপম বিশ্বাস, সহকারী অধ্যাপক
১৪. মোহাম্মদ জাকারিয়া ফয়সাল, সহকারী অধ্যাপক
১৫. অংকনী চক্রবর্তী, প্রভাষক
১৬. রত্না খানম, প্রভাষক
১৭. তুনাজ্জিনা বিন্‌তে মাহবুব, প্রভাষক
১৮. মো. খালিদ হোসেন, প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১. মো. নজরুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. প্রফেসর সৈয়দ আবদুর রব, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা
৩. প্রফেসর এস. এম. আলী আজম (বিবিএ-র জন্য ডেপুটেড)
৪. প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ (বিবিএ-র জন্য ডেপুটেড)
৫. মো. শরিফুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক
৬. কাজী সায়মা বিন্‌তে ফারুকী, সহযোগী অধ্যাপক
৭. শামসাদ শাহ্‌জাহান, সহযোগী অধ্যাপক
৮. শামা আহমাদ, সহযোগী অধ্যাপক
৯. ফারহানা আরজুমান, সহকারী অধ্যাপক
১০. তানবীর আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক
১১. তন্ময় সরকার, সহকারী অধ্যাপক
১২. মো. হজরত আলী, সহকারী অধ্যাপক
১৩. মো. শহীদুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক
১৪. সিগমা রহমান, সহকারী অধ্যাপক (বিবিএ-র জন্য ডেপুটেড)
১৫. ফারজানা রহমান, সহকারী অধ্যাপক
১৬. উম্মে সালমা, সহকারী অধ্যাপক

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

১. মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. প্রফেসর মুহম্মদ আমিনুল ইসলাম, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা
৩. সাজনিন আহমদ, সহযোগী অধ্যাপক
৪. মাসুদা খানম, সহযোগী অধ্যাপক
৫. কামরুন নাহার, সহযোগী অধ্যাপক
৬. মোহাম্মদ আবদুস সালাম, সহযোগী অধ্যাপক
৭. এ. বি. এম. মিজানুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক
৮. নূর মোহাম্মদ শিপন, সহকারী অধ্যাপক
৯. ফারহানা হাসমত, সহকারী অধ্যাপক
১০. মো. মাহমুদ হাসান, সহকারী অধ্যাপক
১১. মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ, সহকারী অধ্যাপক
১২. শিমুল চন্দ্র দেবনাথ, সহকারী অধ্যাপক
১৩. আহসান উদ্দিন খান, সহকারী অধ্যাপক
১৪. মোহাম্মদ সাহেদ হোসেন, সহকারী অধ্যাপক (বিবিএ-র জন্য ডেপুটেড)

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

১. শারমীন সুলতানা, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. প্রফেসর মোহাম্মদ আক্‌তার হোসেন, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা
৩. মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল, সহযোগী অধ্যাপক
৪. ফারহানা সাত্তার, সহযোগী অধ্যাপক
৫. মো. মাহফুজুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক
৬. মোহাম্মদ মাহ্‌বুবুল আলম, সহকারী অধ্যাপক (বিবিএ-র জন্য ডেপুটেড)
৭. ফাহমিদা ইসরাত জাহান, সহকারী অধ্যাপক
৮. মো. হাসান আলী, সহকারী অধ্যাপক
৯. মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক (বিবিএ-র জন্য ডেপুটেড)
১০. শিরিন আক্তার, সহকারী অধ্যাপক
১১. শাহিদা শারমীন, সহকারী অধ্যাপক
১২. ফরিদা ইয়াসমিন, প্রভাষক (শিক্ষা ছুটি)
১৩. মেহেরুন নাহার, প্রভাষক (শিক্ষা ছুটি)
১৪. মো. নাহিদ বিন ছালাম, প্রভাষক

মার্কেটিং বিভাগ

১. প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, চেয়ারম্যান
২. প্রফেসর দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা
৩. শনজিত সাহা, সহযোগী অধ্যাপক
৪. মো. মঞ্জুরুল আলম, এমফিল, সহযোগী অধ্যাপক
৫. তাসমিনা নাহিদ, সহযোগী অধ্যাপক
৬. ফারহানা আক্তার সাদিয়া, সহকারী অধ্যাপক
৭. সাবিহা আফসারী, সহকারী অধ্যাপক
৮. রিফ্‌ফাত শবনম, সহকারী অধ্যাপক
৯. নূর নাহার, সহকারী অধ্যাপক
১০. আফজাল, প্রভাষক (খণ্ডকালীন)
১১. ইছমাত আরা খাতুন, প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

অর্থনীতি বিভাগ

১. সুরাইয়া খাতুন, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. প্রফেসর সুরাইয়া পারভীন
৩. ড. শবনম নাহিদ স্বাতী, সহযোগী অধ্যাপক (সমাজবিজ্ঞান)
৪. হাফিজা শারমিন, সহযোগী অধ্যাপক
৫. আহমেদ আহসান হাবিব, সহযোগী অধ্যাপক
৬. মোহাম্মদ আব্দুল্লাহীল বাকী বিল্লাহ্‌, সহকারী অধ্যাপক
৭. নূর-ই-সাবা, প্রভাষক
৮. মারুফা সুলতানা, প্রভাষক (ইতিহাস)

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

১. প্রফেসর মো. মঈনউদ্দীন, পরিচালক
২. প্রফেসর এস. এম. আলী আজম
৩. প্রফেসর ড. বিষ্ণু পদ বণিক, পরিচালক, এমবিএ প্রোগ্রাম
৪. প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ
৫. মোহাম্মদ মাহ্‌বুবুল আলম, সহকারী অধ্যাপক
৬. সিগমা রহমান, সহকারী অধ্যাপক
৭. মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক
৮. মোহাম্মদ সাহেদ হোসেন, সহকারী অধ্যাপক
৯. ফারজানা হক ববি, প্রভাষক
১০. তাসনুভা শারমিন, প্রভাষক

সিএসই বিভাগ

১. মো. আবদুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. অনুপম দেবনাথ, সহযোগী অধ্যাপক
৩. নার্পিস হায়দার, সহকারী অধ্যাপক
৪. মোহাম্মদ শোয়াইবুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক
৫. নাজমা আক্তার, সহকারী অধ্যাপক
৬. সুয়াইবা হক তুরাবী, সহকারী অধ্যাপক

৭. ফারজানা আকতার রিপা, সহকারী অধ্যাপক
৮. মোছা. আলেমা খাতুন, সহকারী অধ্যাপক
৯. মো. সাব্বির আহমেদ, প্রভাষক
১০. সঞ্চয়ন ভট্টাচার্য্য, প্রভাষক
১১. সায়মা আলম, প্রভাষক
১২. তাসনিয়া সাদিয়া, প্রভাষক
১৩. আনিকা আক্তার লিমা, প্রভাষক
১৪. আবে কাউসার, প্রভাষক
১৫. কাজী মাহমুদুল হাসান, প্রদর্শক

এমবিএ প্রফেশনাল প্রোগ্রাম

১. প্রফেসর ড. বিষ্ণু পদ বণিক, পরিচালক

পরিসংখ্যান বিভাগ

১. মো. শফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. মো. আব্দুল খালেক, সহযোগী অধ্যাপক ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা
৩. এ. এইচ. এম. সাইদুল হাসান, সহযোগী অধ্যাপক ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা
৪. মোহাম্মদ রাশিদুজ্জামান খান, সহকারী অধ্যাপক

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

১. প্রফেসর ড. মো. সফিকুর রহমান, চেয়ারম্যান
২. মো. আহাদুজ্জামান দিরাজ, সহকারী অধ্যাপক
৩. মো. কাইয়ূম রাব্বী, প্রভাষক
৪. সানজিদা নাসরিন, প্রভাষক
৫. মো. শামিউল আলম, প্রভাষক
৬. মো. জাহিদ হাসান, প্রভাষক
৭. মো. আব্দুল কাদের, প্রভাষক
৮. মো. জাহিদুল ইসলাম, প্রভাষক
৯. শম্ভু নাথ ঘোষ, প্রভাষক
১০. নীলাঞ্জনা সরকার নীপা, প্রভাষক
১১. আসিফ জামান শিশির, প্রভাষক
১২. মো. আব্দুস সামাদ, প্রদর্শক
১৩. মো. জিয়া উদ্দিন ইকবাল, প্রদর্শক

রসায়ন বিভাগ

১. মো. হাফিজুর রহমান, প্রভাষক ও চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
২. শরীফ নিয়াজ, সহকারী অধ্যাপক (শিক্ষা ছুটি)
৩. মো. মাহফুজুর রহমান, প্রভাষক
৪. মো. সাইফ উদ্দিন, প্রভাষক
৫. আশরাফুন আজমীরা চৌধুরী, প্রভাষক
৬. মো. মাহবুব আলম, প্রভাষক
৭. মো. অলিউল্লাহ, প্রভাষক
৮. এ.এস.এম আসাদুর রহমান, প্রভাষক
৯. মো. ওবায়দুল্লাহ, প্রভাষক
১০. জান্নাতুল ফেরদৌস রাকা, প্রভাষক
১১. শায়লা সুলতানা, প্রভাষক
১২. রকেল, প্রদর্শক

জীববিজ্ঞান বিভাগ

১. প্রফেসর ড. মো. রেজাউল করিম, চেয়ারম্যান
২. ড. সাহেলা আলম, সহকারী অধ্যাপক
৩. মো. আল-মামুন, প্রভাষক
৪. মো. নাজমুল হক, প্রভাষক
৫. সারোয়াত হুসনা সুমা, প্রভাষক
৬. তানিয়া সুলতানা, প্রভাষক
৭. শাতিল আরবীয়া, প্রভাষক
৮. এস.এম. হুমায়ুন কবির, প্রভাষক
৯. মোহাম্মদ রাকিবুর রহমান, প্রভাষক
১০. সাদিয়া সুলতানা, প্রভাষক
১১. মোসাম্মৎ মাহমুদা বেগম, প্রদর্শক

গণিত বিভাগ

১. আলেয়া পারভীন, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. মো. তুহিন বিশ্বাস, প্রভাষক
৩. মো. নুরুল হক, প্রভাষক
৪. শাহ্ আবদুল্লাহ আল-নাহিয়ান, প্রভাষক
৫. গাজী হোমায়রা শিরিন, প্রভাষক
৬. মো. রেজওয়ান হোসেন, প্রভাষক
৭. শামিম আহমেদ, প্রভাষক
৮. মো. জাহিদুল ইসলাম, প্রভাষক
৯. তানজিরুল ইসলাম, প্রভাষক
১০. মো. আবু বক্কর সিদ্দিক, প্রভাষক
১১. মাহমুদুল হাসান, প্রভাষক
১২. নিশাত ফারজানা,প্রভাষক
১৩. মো. ইলিয়াছ মিয়া, প্রভাষক

গার্হস্থ্যবিজ্ঞান বিভাগ

১. ফারিহা ইয়াসমিন, প্রভাষক (খণ্ডকালীন)
২. লুৎফুন নাহার ইসলাম, প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

লাইব্রেরি শাখা

১. মুহাম্মদ আশরাফুল করিম, লাইব্রেরিয়ান
২. দিলওয়ারা বেগম, সিনিয়র ক্যাটালগার

শারীরিক শিক্ষা বিভাগ

১. ফয়েজ আহমেদ, শরীরচর্চা শিক্ষক

শাখাসমূহ

অফিস শাখা

১. জাফরিয়া পারভীন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা
২. মো. আব্বাস উদ্দীন, উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা
৩. মোহাম্মদ ইউনুছ, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা

হিসাব শাখা

১. মো. আশরাফ আলী, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
২. আবুল কালাম, উপ-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা

১. মো. এনায়েত হোসেন, উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
২. মো. দুলাল, সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

মেডিক্যাল শাখা

১. ডা. সাজিদা নার্গিস, মেডিক্যাল অফিসার

প্রকৌশল শাখা

১. মো. লিয়াকত আলী, সহকারী প্রকৌশলী

আইটি সেন্টার

১. মো. নুরুল ইসলাম, সহকারী আইটি অফিসার

নিরাপত্তা শাখা

১. মো. হোসেন শাহ আলম, নিরাপত্তা কর্মকর্তা

দপ্তর, বিভাগ ও শাখাসমূহের অবস্থান ও কক্ষ নম্বর

কাজী ফারুকী ভবন (ভবন ১)

অধ্যক্ষ মহোদয়ের দপ্তর	১০৮ ও ১১০
বাংলা বিভাগ	২১৪
ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৫১০
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ	৪০৩
অর্থনীতি বিভাগ	৭০৩
পরিসংখ্যান বিভাগ	৬০৩
গার্হস্থ্যবিজ্ঞান বিভাগ	৬১৩
লাইব্রেরি শাখা	৩০১
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা	৯১০
মেডিক্যাল শাখা ১	জি ০৪
আইটি সেন্টার	৪১৮
নিরাপত্তা শাখা	১১১
শারীরিক শিক্ষা বিভাগ	নিচতলা

বিজ্ঞান ভবন (ভবন ২)

উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের দপ্তর	৩০১
ইংরেজি বিভাগ	৮০২
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ	৪০৫
রসায়ন বিভাগ	৩০৮
জীববিজ্ঞান বিভাগ	৫০৫
গণিত বিভাগ	৭০১
মার্কেটিং বিভাগ	১২০২
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ	১০০২
ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ	১১০১
এমবিএ প্রফেশনাল প্রোগ্রাম	১১০৯
সিএসই বিভাগ	১৩০৩
অফিস শাখা	১০৭
হিসাব শাখা	১০৮
ক্যাফেটেরিয়া	২০৯
চাইল্ড কেয়ার সেন্টার	১১২
প্রকৌশল শাখা	নিচতলা

কলেজ পরিচিতি

আশির দশকের শেষের দিকে ঢাকা কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের তৎকালীন সহযোগী অধ্যাপক কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী বাণিজ্য শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ঢাকায় একটি কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা সর্ম্পকে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগীদের সাথে আলাপ আলোচনা শুরু করেন। তাঁর এ প্রস্তাবের সাথে যাঁরা একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মরহুম অধ্যাপক শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী, মরহুম ড. মো. হাবিবুল্লাহ, মরহুম অধ্যাপক আবুল বাসার, মরহুম অধ্যাপক মো. আলী আজম, মরহুম অধ্যাপক এ.বি.এম আবুল কাশেম, জনাব এম. হেলাল, মরহুম মো. আসাদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৮ সালের ৬ অক্টোবর প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত হয় এবং এই কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা কলেজ; যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন এ.বি.এম আবুল কাশেম, তৎকালীন শিক্ষা পরিদর্শক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর; সদস্য ছিলেন এম হেলাল, সম্পাদক, মাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং সদস্য সচিব ছিলেন মাহফুজুল হক শাহীন। এ কমিটির অন্যান্য সদস্যের মধ্যে সাদেকুর রহমান মজুমদার, প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা কলেজ; মো. শফিকুল ইসলাম (চুন্নু), মো. নুরুল ইসলাম সিদ্দিকী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

প্রথম সভায় সদস্যবৃন্দের সম্মতিক্রমে কলেজের নাম স্থির করা হয় 'ঢাকা কমার্স কলেজ'। এছাড়া সিটি ব্যাংক লি.-এর নিউ মার্কেট শাখায় ঢাকা কমার্স কলেজের নামে একটি ব্যাংক হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে সাইনবোর্ড উত্তোলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হয় ঢাকা কমার্স কলেজের। শুরুতে লালমাটিয়া ও ধানমন্ডির ভাড়া বাড়িতে এর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকলেও ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে কলেজটি মিরপুরে নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। মো. শামছুল হুদা, এফসিএ কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯০ সালের আগস্ট মাসে প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী প্রেষণে কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সেপ্টেম্বর ২০১০ পর্যন্ত উক্ত পদে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বর্তমানে এ কলেজের অনারারি প্রফেসর হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের প্রথম স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এ কলেজ প্রতিষ্ঠায় যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেন- প্রফেসর শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী, আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ; ড. মো. হাবিব উল্লাহ, প্রফেসর, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা কলেজ; এ এফ এম সরওয়ার কামাল, উপ সচিব, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ; মো. শামছুল হুদা, পরিচালক (অর্থ), নবাব আব্দুল মালেক জুট মিলস; এ.বি.এম আবুল কাশেম, মো. আবুল বাশার, অধ্যক্ষ, আজম খান কমার্স কলেজ, খুলনা; এম হেলাল, মো. শফিকুল ইসলাম চুন্নু, মাহফুজুল হক শাহীন, মো. নুরুল ইসলাম সিদ্দিকী, এবিএম সামছুদ্দিন আহমেদ; চট্টগ্রাম গভ. কমার্স কলেজ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন।

ঢাকা কমার্স কলেজ সাংগঠনিক কমিটির প্রথম সভাপতি ছিলেন জনাব মোহাম্মদ তোহা। নির্বাহী কমিটির সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক আবদুর রশীদ চৌধুরী। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ড. শহিদ উদ্দিন আহমেদ এবং তৃতীয় পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্বে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম-এর শিক্ষক এবং ব্যুরো অব বিজনেস রিসার্চ-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। ৪র্থ পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্বে ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব এ এফ এম সরওয়ার কামাল। বর্তমান পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির দায়িত্বে আছেন প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক।

সকালের ক্লাস ৮টায় শুরু হয় এবং ৭:৫৫ মিনিটে প্রবেশের মূল গেইট বন্ধ হয়ে যায়

বর্তমানে ২টি বহুতল ভবনে সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এখানে একটি পৃথক প্রশাসনিক ভবন রয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাসে ১৫০০ আসনবিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম। মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য ডরমেটরিতে আবাসন ব্যবস্থা আছে। এছাড়া ছাত্রীদের জন্য ১২০ আসনবিশিষ্ট একটি হোস্টেলের ব্যবস্থা আছে। অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষের বাসভবনসহ ৭৪ জন শিক্ষকের জন্য ১২ তলাবিশিষ্ট ২টি এবং ৮ তলাবিশিষ্ট ১টি আবাসিক ভবন রয়েছে।

২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান গ্রুপ চালু করা হয়। ১৯৯০ সালে বিকম (পাস) কোর্স প্রবর্তিত হয় এবং ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তিত হয়। ১৯৯৭-১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে চার বছর মেয়াদি বিবিএ প্রফেশনাল কোর্স চালু করা হয়। বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিকসহ ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং ও ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিষয়ে বিবিএ অনার্স ও এমবিএ এবং ইংরেজি ও অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। এছাড়া বিবিএ ও সিএসই প্রফেশনাল কোর্স এবং সান্ধ্যকালীন এমবিএ প্রফেশনাল কোর্সে পাঠদান করা হচ্ছে।

১৯৮৯ সালে মাত্র ৯৯ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা শুরু করা এই কলেজের বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৯ হাজার ২ শত। প্রাথমিক পর্যায়ে ৪ জন শিক্ষক ও একজন কর্মচারী নিয়ে কার্যক্রম শুরু হলেও বর্তমানে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৭১ ও ১৪৯ জন। বর্তমানে প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ঢাকা কমার্স কলেজ ব্যতিক্রমধর্মী একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তাত্ত্বিক শিক্ষার সাথে ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয় করে শিক্ষাদান করাই এ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই সাথে রয়েছে শৃঙ্খলা, আদর্শ এবং নিয়মানুবর্তিতার সুষ্ঠু অনুশীলন এবং অনুশাসন। বিগত ৩৫ বছরে ঢাকা কমার্স কলেজের প্রশাসনিক, অ্যাকাডেমিক ও অবকাঠামোগত উন্নতি হয়েছে অভাবনীয় পর্যায়ে। বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের ঈর্ষণীয় রেজাল্ট তারই প্রমাণ দিচ্ছে।

ভর্তির যোগ্যতা

- এসএসসি পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ **ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ ৩.৫০ এবং বিজ্ঞান গ্রুপ : ৪.৫০।**
- ২০২২, ২০২৩ ও ২০২৪ সালে যে-কোনো শিক্ষাবোর্ড/বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড/ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ ভর্তির জন্য বিবেচিত হবে।
- ধূমপায়ী শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে না।
- নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি অনুগত হতে হবে।

নবীনবরণ ২০২৩

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন ২০২৪

নিয়ম-শৃঙ্খলা

ঢাকা কমার্স কলেজ ঐতিহ্যবাহী ও ব্যতিক্রমী একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এ কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ যুগোপযোগী শিক্ষা লাভের মাধ্যমে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষায় অভাবনীয় রেজাল্ট করে থাকে। সেই সাথে তারা অর্জন করে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সুশৃঙ্খল জীবন। এ কলেজের প্রাণশক্তি নিয়ম-শৃঙ্খলা। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষার্থে নিম্নলিখিত নিয়ম-শৃঙ্খলাসমূহ প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে যথাযথভাবে মেনে চলতে হয়।

- **পরিচয়পত্র :** প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কলেজ কর্তৃক পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়, কলেজে থাকাকালীন যা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সঙ্গে রাখতে হয়। পরিচয়পত্র হারিয়ে গেলে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে ২০০/- (প্রথম বারের জন্য) এবং পরবর্তী সময়ে ৫০০/- ফি জমা দিয়ে পুনরায় ৭ দিনের মধ্যে ডুপ্লিকেট পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে হয়। **পরিচয়পত্র ব্যতীত কোনো শিক্ষার্থী কলেজে প্রবেশ করতে পারে না।**
- **পোশাক, ব্যাজ ও ব্যাগ :** শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত ২ সেট ইউনিফর্ম, কলেজ মনোগ্রাম সংবলিত ব্যাজ ও ব্যাগ প্রদান করা হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান করে কলেজে আসতে হয়। কলেজ ইউনিফর্ম ব্যতীত কোনো শিক্ষার্থীকে কলেজে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না।
- **নির্ধারিত সময় :** ক্লাসকার্যক্রম কিংবা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কলেজ-নির্ধারিত সময়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কলেজে প্রবেশ করতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পর কলেজে প্রবেশ অনুমোদিত নয়।

শিক্ষার্থীদের প্রবেশ

বিশেষ প্রয়োজনে অনলাইনে ক্লাস পরিচালিত হয়

কলেজ ইউনিফর্ম (উচ্চমাধ্যমিক)

ছাত্রদের জন্য

হালকা নীল শার্ট, নেভি ব্লু প্যান্ট, কালো লেদারের বেল্ট ও লেদারের কালো ফিতাযুক্ত ফ্ল্যাট সু।

→($\frac{৩}{৪}$)

লম্বায় হাঁটুর নিচ পর্যন্ত

ছাত্রীদের জন্য

কলারসহ হালকা নীল কামিজ, সাদা ওড়না, সাদা পায়জামা ও কালো লেদারের ফ্ল্যাট সু। কলেজ ইউনিফর্মের সাথে কোনো ছাত্রী বোরকা বা স্কার্ফ পরতে চাইলে তা অবশ্যই সাদা হতে হবে।

বিজ্ঞান গ্রুপের শিক্ষার্থীদের ল্যাব ক্লাসের জন্য ইউনিফর্মের সাথে অ্যাপ্রোন পরিধান করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের পালনীয় বিষয়সমূহ

- কলেজের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আচার আচরণে হতে হবে বিনয়ী ও শালীন।
- ছাত্রদের চুল ছোটো রাখতে হবে। চুল রং করা, নখ বড়ো রাখা, গলায় চেইন, হাতে ব্রেসলেট, চিপ ও ফ্যাশনেবল দাড়ি রাখা প্রভৃতি থেকে ছাত্ররা বিরত থাকবে।
- ছাত্রীদের চুলে বয়কাট, কালার, রঙিন ক্লিপ, ফিতা বা ব্যান্ড ব্যবহার নিষিদ্ধ। বড়ো চুলে বেণি করতে হবে।
- লিপস্টিক, লিপটিন্ট, লিপগ্লস, নেইলপলিশ ও সকল প্রকার রঙিন প্রসাধনী ব্যবহার নিষিদ্ধ।
- কাজল, আইলাইনার, আইশ্যাডো, মাশকারা এবং চোখে কোনো প্রকার লেন্স ব্যবহার নিষিদ্ধ।
- নূপুর, পায়েল বা গহনা পরা নিষিদ্ধ।
- ট্যাটু করা বা শরীরে কোনো প্রকার চিত্র অঙ্কন নিষিদ্ধ।
- ক্লাস চলাকালীন কোনো শিক্ষার্থী বারান্দা, কলেজ মাঠ, ক্যান্টিন, লাইব্রেরিতে অবস্থান করতে পারবে না। ক্লাস ছুটির পূর্বে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কলেজের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ। ক্লাস শেষে সুশৃঙ্খলভাবে শিক্ষার্থীদের কলেজ ত্যাগ করতে হবে। ক্লাস ছুটি হলে ভবন থেকে নামার জন্য নির্ধারিত লিফট/সিঁড়ি ব্যবহার করতে হবে।

নিচের যে-কোনো কারণে পূর্ব সতর্কীকরণ বা বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শিক্ষার্থীকে কলেজের বিধি মোতাবেক শাস্তির আওতায় আনা হয়-

- বিনা অনুমতিতে মাসে ৩ দিন কলেজে অনুপস্থিত থাকা
- বিনা অনুমতিতে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করা
- পরীক্ষায় অসদাচরণ কিংবা নকল করা
- টেবিলে বা দেওয়ালে কিছু লেখা-আঁকা বা অসদাচরণ
- আইন-শৃঙ্খলা বা রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করা বা জড়িত থাকা
- কলেজের নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করা
- কলেজের বাইরে সহপাঠীদের বা কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতারণা বা অসদাচরণ করা
- কলেজ, কোনো শিক্ষক বা শিক্ষার্থীকে অবমাননা করে কোনো ছবি বা উক্তি সামাজিক মাধ্যমে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট বা পোস্ট করা
- সহপাঠিদের বুলিং বা র‍্যাগিং করা
- কলেজে যে-কোনো প্রকার রাজনৈতিক কার্যক্রম ও ধূমপান
- কলেজে মোবাইল ফোন আনা বা ব্যবহার করা

নবীণ শিক্ষার্থীদের ফুলে বরণ

বিদ্র : উল্লিখিত বিষয়ের ও এর বাইরের যে-কোনো ধরনের অবাঞ্ছিত কর্মকাণ্ড কলেজ বিধি অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য। এ বিষয়ে যে-কোনো প্রকার সুপারিশ বা তদবির পুনঃঅপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রভাত ফেরি

ক্লাস কার্যক্রম

❑ **ক্লাস কার্যক্রমে উপস্থিতি প্রসঙ্গ :** প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিদিনের ক্লাস কার্যক্রমে উপস্থিত হতে হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে একদিনও অনুপস্থিত থাকা যায় না। কোনো শিক্ষার্থী একদিন অনুপস্থিত থাকলে কর্তৃপক্ষ/শিক্ষার্থীর নির্ধারিত শিক্ষার্থী উপদেষ্টার অনুমতি গ্রহণ করে পরবর্তী দিনের ক্লাস কিংবা পরীক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিনা অনুমতিতে এক দিন অনুপস্থিতির জন্য ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা হারে জরিমানা দিতে হয়।

ক্লাস কার্যক্রম

❑ **অননুমোদিত ছুটি প্রসঙ্গ :** কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোনো শিক্ষার্থী একটানা কিংবা অনিয়মিতভাবে মাসে ৩ দিন অনুপস্থিত থাকলে তার ভর্তি বাতিল হয়ে যায়। ভর্তি বাতিল শিক্ষার্থীকে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে ১ মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা কলেজের হিসাব শাখার মাধ্যমে ব্যাংকে জমাপূর্বক পুণঃভর্তি সাপেক্ষে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হয়।

❑ **অসুস্থতাজনিত ছুটি প্রসঙ্গ :** কোনো শিক্ষার্থী অসুস্থ হলে ক্লাস কিংবা পরীক্ষা কার্যক্রম শুরুর পূর্বে কলেজ কর্তৃপক্ষ/শিক্ষার্থীর শিক্ষার্থী উপদেষ্টাকে অবগত করতে হয়। উল্লেখ্য, যথাসময়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ/শিক্ষার্থীর শিক্ষার্থী উপদেষ্টাকে অবহিত না করলে অসুস্থতাকালীন দিনগুলোতে শিক্ষার্থীকে অনুপস্থিত হিসেবে গণ্য করা হয় এবং সে ক্ষেত্রে ওপরের অনুপস্থিতিজনিত বিধান কার্যকর হয়। প্রকাশ থাকে যে, কলেজে ভর্তি হওয়ার পর কোনো জটিল রোগে আক্রান্ত হলে সর্বোচ্চ ১০ দিনের বেশি ছুটি মঞ্জুর করা হয় না।

❑ **বিশেষ ছুটি প্রসঙ্গ :** বিশেষ বিবেচ্য কারণে প্রকৃত অভিভাবকের আবেদন ও অঙ্গীকারক্রমে শিক্ষার্থীকে সর্বোচ্চ ৫ দিন ছুটি মঞ্জুর করা হয়ে থাকে। তবে, পরীক্ষা চলাকালীন কোনো প্রকার ছুটি অনুমোদন করা হয় না।

পরীক্ষা কার্যক্রম

কলেজে নিয়মিত সাপ্তাহিক, মিডটার্ম ও টার্ম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এসব পরীক্ষায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ও পাশ করা বাধ্যতামূলক।

শিক্ষার্থীদের স্মরণ রাখতে হবে যে-

- ❑ অযৌক্তিক কারণে পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের রেজাল্ট বিবেচনা করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে ভর্তি বাতিল করা হয়।
- ❑ দ্বিতীয় পর্ব (প্রথম বর্ষ সমাপনী) পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় বর্ষে উত্তীর্ণ করা হয় না।
- ❑ চতুর্থ পর্ব বা নির্বাচনি পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের বোর্ড পরীক্ষার ফরম পূরণ থেকে বিরত রাখা হয়।

পরীক্ষা কার্যক্রম

মেডিক্যাল কেন্দ্র

কলেজের কাজী ফারুকী ভবন (ভবন ১)-এর ১ম তলা ও ২নং ভবনের ২য় তলায় রয়েছে পূর্ণকালীন মেডিক্যাল অফিসারসহ মেডিক্যাল শাখা। শিক্ষার্থীরা এ কেন্দ্র থেকে যে-কোনো সময় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে পারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : অসুস্থ পরীক্ষার্থীর জন্য মেডিক্যাল কেন্দ্রে Sick bed-এর ব্যবস্থা আছে।

পাঠ্যক্রম বিন্যাস

ঢাকা কমার্স কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠুভাবে পাঠদানের জন্য অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করে। এতে পঠিত বিষয়সমূহকে পর্বভিত্তিক বিন্যাস করা হয় এবং সে অনুযায়ী ক্লাস ও পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

- ❑ **সেকশন পরিবর্তন :** শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রত্যেক পর্ব পরীক্ষার পর ফলাফল অনুযায়ী শিক্ষার্থীর সেকশন পরিবর্তন করা হয়।
- ❑ **আসন বিন্যাস :** কলেজের ক্লাস ও পরীক্ষা কার্যক্রম চলাকালীন প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট আসনে বসতে হয়। প্রতি সেকশনে আসন সংখ্যা ৫০-৫৫।
- ❑ **পাঠদান মাধ্যম :** বাংলা ও ইংরেজি উভয় মাধ্যমে পাঠদান করা হয়।

কলেজ চত্বরে অবস্থিত শহিদ মিনার ও বঙ্গবন্ধু মুর‍্যাল

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

পাঠদান পদ্ধতি

বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা উভয়ই প্রায়োগিক বিষয়। এ সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে প্রয়োগভিত্তিক (Applicable) করে পাঠদান করা হয়।

সৃজনশীল পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠদান ও প্রশ্ন প্রণয়ন করা হয়। কলেজে প্রায় সকল বিভাগে মাস্টার ট্রেইনার শিক্ষক রয়েছেন। এছাড়া কলেজের সকল শিক্ষক সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

রেকর্ড সংরক্ষণ

দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী উপদেষ্টার নিকট প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত তথ্য ও কার্যক্রম সংক্রান্ত নথি (SIF) সংরক্ষণ করা হয় এবং তা ফলাফলে বিবেচনায় আনা হয়।

প্রমোশনের নিয়মাবলি

একাদশ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে প্রমোশন পেতে হলে অবশ্যই ৯০% ক্লাসে উপস্থিতি, অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল এবং কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলা যথাযথভাবে মেনে চলার রেকর্ড থাকতে হয়।

স্মার্ট এডুকেশন ফেয়ারে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে শিক্ষার্থীবৃন্দ

অভিভাবক সভা

অভিভাবকের পরিচয়পত্র

- ভর্তি ফরমে অভিভাবকগণকে একটি অপরিবর্তনীয় মোবাইল নম্বর প্রদান করতে হয়। অভিভাবকের মোবাইল নম্বরে SMS-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ফলাফল, অনুপস্থিতি ও জরুরি নোটিশসমূহ জানানো হয়।
- কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অভিভাবককে পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়।
- অভিভাবকের পরিচয়পত্র হারিয়ে গেলে শিক্ষার্থীকে নিয়ম মোতাবেক নিকটস্থ থানায় জিডি করে কলেজ অফিসে ২০০ টাকা ফি জমা দিয়ে ডুপ্লিকেট পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে হয়।
- অবস্থান পরিবর্তন কিংবা অন্য কারণে অভিভাবকের পরিবর্তন হলে বিষয়টি কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানাতে হয় এবং ২০০ টাকা ফি জমা দিয়ে ৭ দিনের মধ্যে নতুন অভিভাবকের জন্য পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে হয়।
- বাবা-মা ব্যতীত অন্য কাউকে পরিচয়পত্র ছাড়া অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা হয় না।
- কলেজে অবস্থানকালীন শিক্ষার্থীর সাথে পরিচয়পত্রধারী অভিভাবক ব্যতীত অন্য কেউ সাক্ষাত করতে পারে না।
- পরিচয়পত্রধারী অভিভাবক বেলা ১১টা থেকে ১:৩০ মিনিটের মধ্যে কলেজে প্রবেশ করতে পারেন।

অভিভাবক সভা

অভিভাবক সভায় অভিভাবকগণের উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক। এ সভায় একজন শিক্ষার্থীর লেখাপড়ায় অগ্রগতিসহ সার্বিক বিষয় সম্পর্কে অভিভাবকগণকে অবহিত করা হয়।

শিক্ষাসম্পূরক কার্যক্রম

শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশ সাধনের প্রয়োজনে নিয়মিত খেলাধুলা, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা, বার্ষিকী ও দেয়ালিকা প্রকাশ, আনন্দ ভ্রমণ (ইলিশ ভ্রমণ), বনভোজন, শিল্প কারখানা, ব্যাংক, শেয়ার বাজার এবং দেশের ঐতিহাসিক ও বিশিষ্ট স্থানসমূহে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা হয়। কলেজে সেমিনার, নিয়মিত ক্যারিয়ার কনফারেন্স, বিতর্ক অনুষ্ঠান, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় অনুষ্ঠান ও দিবস পালন, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বার্ষিক ভোজ ইত্যাদি শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীর অর্জন

ক্লাব কার্যক্রম : কলেজে শিক্ষক/মডারেটরদের তত্ত্বাবধানে ১৬টি সাংস্কৃতিক ক্লাব রয়েছে। যথা- বিতর্ক, নাটক, সংগীত, সাধারণজ্ঞান, আবৃত্তি, রোটার‍্যাক্ট, রিডার্স অ্যান্ড রাইটার্স, ল্যাংগুয়েজ, আর্টস অ্যান্ড ফটোগ্রাফি, নৃত্য, নেচার স্টাডি, বিজনেস, ফিল্ম, আইটি, সমাজকল্যাণ ও বিজ্ঞান ক্লাব।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৪ উদ্‌বোধন

নৌ-ভ্রমণ ২০২৪

- শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বসুলভ গুণাবলি বিকাশের লক্ষ্যে তাদেরকে কলেজের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। রোভার স্কাউট, বিএনসিসি, যুব রেড ক্রিসেন্ট দল এবং বিভিন্ন ক্লাব কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে।
- শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনের যে-কোনো প্রতিযোগিতায় সফল হওয়ার জন্য নির্ধারিত পিরিয়ডে ১৫ মিনিট সাধারণজ্ঞান ক্লাস পরিচালিত হয়।

ক্রীড়া কার্যক্রম : ঢাকা কমার্স কলেজে প্রতি বছর অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া কার্যক্রম নিম্নোক্ত ক্রীড়া ক্লাবের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়: সাইক্লিং ও স্কেটিং, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, দাবা, ক্যারাম, ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, হ্যান্ডবল, বেসবল, ফেন্সিং, রাগবি ও মার্শাল আর্ট ক্লাব।

অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্‌বোধন

লাইব্রেরি

শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বিকাশের জন্য কলেজে রয়েছে বিপুল গ্রন্থসমৃদ্ধ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি অত্যাধুনিক লাইব্রেরি। এর সাথেই রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু কর্নার। এছাড়া সম্মান ও মাস্টার্স শ্রেণির সকল বিভাগে রয়েছে সমৃদ্ধ সেমিনার লাইব্রেরি।

বিজ্ঞানাগার

কলেজের বিজ্ঞান গ্রুপের শিক্ষার্থীদের জন্য ভবন ২-এ বিজ্ঞান বিভাগসমূহের সাথে রয়েছে সমৃদ্ধ বিজ্ঞানাগার।

পদার্থবিজ্ঞান ল্যাব

রসায়ন ল্যাব

জীববিজ্ঞান ল্যাব

কম্পিউটার ল্যাব

কাজী ফারুকী ভবন (ভবন ১)-এর ৪র্থ তলায় রয়েছে ৪টি কম্পিউটার ল্যাব।

আবাসন ব্যবস্থা

রূপনগর ৬ নম্বর রোডে কলেজের নিজস্ব ভবনে ১২০ আসনবিশিষ্ট ছাত্রী হোস্টেলের সুবিধা আছে। এছাড়া মেধাবী ও অসচ্ছল ছাত্রদের জন্য কলেজ ক্যাম্পাসে রয়েছে সীমিত আসনবিশিষ্ট একটি ডরমেটরি।

বিজ্ঞান শাখা

২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে এ কলেজে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে ব্যবসায় শিক্ষার পাশাপাশি পৃথক ভবনে বিজ্ঞান গ্রুপে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। জাতি গঠনে আমাদের এ নিরলস কর্মপ্রচেষ্টায় সম্মানিত অভিভাবকদের সহযোগিতা ঢাকা কমার্স কলেজকে সাফল্যের নতুন দিগন্তে নিয়ে এসেছে। ব্যবসায় শিক্ষায় এ কলেজ যেমন শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেয়েছে, তেমনি বিজ্ঞান শিক্ষায়ও কলেজটি শ্রেষ্ঠত্বে উন্নীত হওয়ার প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

ডিজিটাল স্টুডিয়ো উদ্‌বোধন

যুব রেড ক্রিসেন্ট দল

বিএনসিসি

ডায়নামিক ওয়েবসাইট ও ডিজিটাল স্টুডিয়ো

ঢাকা কমার্স কলেজে রয়েছে ডাইনামিক ওয়েবসাইট, ওয়েব সফটওয়্যার ও ফেইসবুক পেইজ। পরীক্ষার ফলাফল, সেকশন তালিকা এবং শিক্ষার্থীদের সকল নোটিশ ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থী/অভিভাবকগণ নিজস্ব আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে ওয়েবসাইটে লগইন করে শিক্ষার্থীর যাবতীয় তথ্য জানতে পারেন। কলেজের সকল অনুষ্ঠান, কার্যক্রম ও সফলতার সচিত্র সংবাদ নিয়মিত ওয়েবসাইট ও ফেইসবুক পেইজে দেওয়া হয়। কলেজের অফিসিয়াল ফেইসবুক পেইজে 'লাইক' দিয়ে শিক্ষার্থীরা কলেজের সংবাদ তাৎক্ষণিক অবগত হতে পারে। এছাড়াও বিশেষ ক্ষেত্রে 'জুম অ্যাপ' ও 'ঢাকা কমার্স কলেজ ক্লাস রুম' ফেইসবুক পেইজ এবং ভিডিয়ো চ্যানেলে শিক্ষকগণ অনলাইন ক্লাস পরিচালনা করেন। ভার্চুয়াল ক্লাস এবং শিক্ষামূলক বিষয় রেকর্ডিং ও প্রচারের জন্য ২০২১ সালে ১১৬/২ নং কক্ষে ডিজিটাল স্টুডিয়ো এবং ২০২৩ সালে ১১৫/১ নং কক্ষে ভার্চুয়াল ক্লাস রুম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও ভিডিয়ো পোর্টাল

www.dcc.edu.bd ব্রাউজ করে শিক্ষার্থীরা ঢাকা কমার্স কলেজ নিউজ পোর্টাল (ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ) ও ঢাকা কমার্স কলেজ ভিডিয়ো পোর্টাল (ডিসিসি চ্যানেল)-এ যুক্ত হতে পারে, যেখানে কলেজ কার্যক্রম ও শিক্ষার্থীদের সফলতার চিত্র প্রকাশ করা হয়।

অডিটোরিয়াম

কলেজের ১৫০০ আসনবিশিষ্ট অডিটোরিয়ামে বছরব্যাপী বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

বিভিন্ন বিষয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়

HSC মেধাতালিকা

সন	শিক্ষার্থীদের নাম	স্থান	প্রাপ্ত নম্বর
১৯৯১	মাসুদা খানম	২য়	৮২২ ★
	মাহমুদ ফয়সাল খান	১৫ তম	৭৬৫ ★
১৯৯২	কাজী নাঈমা বিন্‌তে ফারুকী	১ম	৮৩৯ ★
	মোহাম্মদ রাজীব	১৬ তম	৭৭২ ★
১৯৯৩	ইমতিয়াজ করিম	২য়	৮৪৮ ★
	কাতেবুর রহমান	৮ম	৮০১ ★
	হাবিবুর রহমান	১১ তম	৭৯৮ ★
	আব্দুস সালাম মিয়া	১৪ তম	৭৮৫ ★
	মঞ্জুর মোরশেদ	১৬ তম	৭৮৩ ★
১৯৯৪	মোঃ আনোয়ারুল হক	১ম	৮২৬ ★
	দেওয়ান মাহমুদুল হক	৫ম	৮১০ ★
	মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম	১৪ তম	৭৯৪ ★
	মোঃ সমীরুদ্দিন	১৬ তম	৭৯২ ★
১৯৯৫	হুমায়রা মতিন	১ম	৮৪৭ ★
	তানজিনা হক	৩য়	৮৩৬ ★
	মৌটুসী তানহা	১০ম	৮১১ ★
	আঃ আঃ তারিকুল ইসলাম	১০ম	৮১১ ★
	মোঃ আনিসুর রহমান	১২ তম	৮০৬ ★
	মুশফিকুর রহমান ভূঁইয়া	১৩ তম	৮০৫ ★
	মোঃ নজরুল ইসলাম	১৩ তম	৮০৫ ★
	স্নিগ্ধা খন্দকার	১৪ তম	৮০৩ ★
	আরিফুর রহমান	১৬ তম	৮০০ ★
	নাজমুন নাহার	১৯ তম	৭৯৪ ★
১৯৯৬	মোঃ আবদুস সোবহান	১ম	৮২২ ★
	সাইফুল আলম	৭ম	৮০৬ ★
	তৌফিকুল ইসলাম	৮ম	৮০০ ★
	সারওয়াত আমিনা	১০ম	৭৯১ ★
	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন	১১ তম	৭৮৯ ★
	মোঃ শাহরিয়ার আখতার	১৪ তম	৭৮৬ ★
	ইমরান মজিদ	১৫ তম	৭৮৫ ★
	মোঃ গোলাম মর্তুজা	১৭ তম	৭৭৯ ★
	মোঃ মঈনুল হক সিরাজী	১৮ তম	৭৭৬ ★
	মোঃ তরিকুল আলম	১৮ তম	৭৭৬ ★
	শামীমা সিদ্দিকা	১৯ তম	৭৭৫ ★
	সাহিদা আখতার	৯ম (মেয়েদের মধ্যে)	৭৬১ ★
	মালেকা তারান্নুম	১০ম (মেয়েদের মধ্যে)	৭৫৯ ★

সন	শিক্ষার্থীদের নাম	স্থান	প্রাপ্ত নম্বর
১৯৯৭	সরকার আরিফ মাহমুদ	১০ম	৮০৩ *
	মোঃ খোকন বেপারী	১৩ তম	৭৯৯ *
	মোঃ আকরামুল হাসান	১৫ তম	৭৯৬ *
	মোঃ বেলাল উদ্দিন	২০ তম	৭৮৬ *
১৯৯৮	মোঃ মাসুদ হাসান পাটোয়ারী	৫ম	৮২৬ *
	মুসফিক মাহমুদ	৮ম	৮১৪ *
	ফাহমিদা বেগম	১৩ তম	৭৯৫ *
	তানভীর আহম্মদ	১৯ তম	৭৮৪ *
	শাহানা আক্তার	২০ তম	৭৮২ *
	লাকী সুলতানা	৮ম (মেয়েদের মধ্যে)	৭৬৯ *
	মোছাঃ লুইছা ফজিলা চৌধুরী	৯ম (মেয়েদের মধ্যে)	৭৬৮ *
১৯৯৯	সাদ্দাম হোসেন মল্লিক	৪র্থ	৮২৮ *
	নিয়ামুল হক	৫ম	৮২৭ *
	মাহামুদ কবির	১১ তম	৮০৩ *
	এহসানুল আজিম	১৩ তম	৭৯৯ *
	শাইফুল হক পাঠান	১৫ তম	৭৯৭ *
	আব্দুল মান্নান	১৬ তম	৭৯৫ *
	মোঃ সালাহ উদ্দিন	১৭ তম	৭৯৪ *
	শায়লা আহমেদ	১০ম (মেয়েদের মধ্যে)	৭৮১ *
২০০০	মোঃ সাইফুল আলম	১ম	৮৬৮ *
	মোঃ ইমতিয়াজ খান	২য়	৮৬১ *
	রেজওয়ানুল হক জামী	৩য়	৮৪৫ *
	মোঃ মঞ্জুর মোরশেদ	৬ষ্ঠ	৮৩৫ *
	মোঃ খালেদ মনসুর	৮ম	৮৩২ *
	নাহিদ আফরোজ	১১ তম	৮২৪ *
	ইশরাত সুলতানা	১২ তম	৮২৩ *
	মোঃ মোজাহেদ হোসেন	১৩ তম	৮২২ *
	মোঃ তরিকুল ইসলাম	১৪ তম	৮২১ *
	সাজ্জাদ মোস্তফা	১৫ তম	৮১৬ *
	মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন	১৯ তম	৮০৫ *
	মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান	১৯ তম	৮০৫ *
	মুশফিকুর রশীদ	২০ তম	৮০৪ *
২০০১	মোহাম্মদ নুরুন্নবী	১ম	৯৩৭ *
	ফারহানা হোসেন	১০ম	৮৫২ *
	মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন	১৪ তম	৮৪৭ *
	শারমিন আক্তার	১৫ তম	৮৪৬ *
	ফাতেমা কাশেম	১৬ তম	৮৪৪ *
	ফৌজিয়া রহমান	৯ম (মেয়েদের মধ্যে)	৮৩১ *
২০০২	মোঃ মাহবুব হোসেন	১ম	৯০৪ *
	মোঃ রাকিব উদ্দিন ভূঁইয়া	৩য়	৮৭৯ *
	মোঃ সাইফুল ইসলাম	১৩ তম	৮৬১ *
		১৯ তম	৮৫০ *

একনজরে HSC পরীক্ষাসমূহের রেজাল্ট

পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	স্টার	মেধাতালিকায় স্থান
১৯৯১	৬১	৪৩	১৬	২	৬১	১০০%	৪	২য় ও ১৫ তম= ২জন
১৯৯২	৫৬	৪০	১৩	৩	৫৬	১০০%	২	১ম ও ১৬ তম= ২জন
১৯৯৩	২৪৭	১৬৯	৬২	৭	২৩৮	৯৬%	১৪	২,৮,১১,১৪,১৬ তম= ৫জন
১৯৯৪	৫০৮	৩৬৬	১০৮	-	৪৭৪	৯৩%	২৭	১ম,৫ম,১৪,১৬ তম= ৪ জন
১৯৯৫	৫০৮	৪৪৫	৫৭	-	৫০২	৯৯%	৪৭	১,৩,১০(২),১২,১৩(২),১৪,১৬,১৯ তম= ১০জন
১৯৯৬	৬৯৪	৪৭০	১৫১	-	৬২১	৯০%	২৮	১,৭,৮,১০,১১,১৪,১৫,১৭,১৮(২),১৯ তম এবং মেয়েদের মধ্যে ৯ম ও ১০ম= ১৩জন
১৯৯৭	৪৯০	৩৮৮	৬৮	-	৪৫৬	৯৩%	২৫	১০,১৩,১৫,২০তম=৪জন
১৯৯৮	৪৯২	২৬২	১৮১	৩	৪৪৬	৯০.৬৫%	১২	৫,৮,১৩,১৯,২০ তম=৫জন
১৯৯৯	৬২৬	৪৩২	১৬৫	৯	৬০৬	৯৬.৮০%	২৯	৪,৫,১১,১৩,১৫,১৬,১৭ তম=৭জন
২০০০	৬৬৮	৪৮০	১৪৫	১	৬২৬	৯৪%	৫৬	১,২,৩,৬,৮,১১,১২,১৩,১৪,১৫,১৯(২),২০ তম=১৩জন
২০০১	৬৮৪	৫০৩	১৪৪	২	৬৪৯	৯৪.৮৮%	৭১	১ম,১০ম,১৪,১৫,১৬তম,৯ম (মেয়েদের মধ্যে)=৫জন
২০০২	৭২৮	৫৯৩	১১২	-	৭০৫	৯৬.৮৪%	১৩৮	১ম,৩য়,১৩তম,১৯তম=৪জন

HSC GPA ভিত্তিক রেজাল্ট

পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	জিপিএ ৫	জিপিএ ৪-<৫	জিপিএ ৩-<৪	জিপিএ ২-<৩	মোট পাশ	পাশের হার
২০০৩	৮৪৭	-	২২২	৫৭৯	৪১	৮৪২	৯৯.৪১%
২০০৪	৮৯৭	৫৩	৭১৩	১২৬	৩	৮৯৫	৯৯.৭৮%
২০০৫	৯০৪	৭১	৭৪৫	৮৭	১	৯০৪	১০০%
২০০৬	১৪৩৭	২২৭	১১০৪	১০৫	০	১৪৩৬	৯৯.৯৩%
২০০৭	১৫০৫	২২৪	১০৭২	২০০	০৪	১৫০০	৯৯.৬৭%
২০০৮	১৯২৪	৫১৮	১৩১৬	৮৮	০১	১৯২৩	৯৯.৯৫%
২০০৯	১৮১৫	৪০৯	১৩৪৫	৬০	০	১৮১৪	৯৯.৯৫%
২০১০	২০২৬	৪২৩	১৪৪২	১৫৫	০২	২০২২	৯৯.৮০%
২০১১	২০৪৩	৮৩১	১১৭৩	৩৮	০	২০৪২	৯৯.৯৫%
২০১২	২৪৪৬	১১৫৬	১২৪২	৪৬	০	২৪৪৩	৯৯.৮৮%
২০১৩	১৯৪০	৮৭১	৯৯৪	৬৫	০	১৯৩০	৯৯.৪৯%
২০১৪	২১৮৫	৮১৯	১২৮১	৭৯	০	২১৭৯	৯৯.৭৩%
২০১৫	২১২০	৩৩০	১৬২৬	১৫২	০	২১০৮	৯৯.৪৩%
২০১৬	২৫৬৯	৩৪৩	২০৫৬	১৪৭	০	২৫৪৬	৯৯.১০%
২০১৭	১৯০০	১৩৩	১৪৫৬	৩০১	০	১৮৯০	৯৯.৪৭%
২০১৮	২২২০	১২৪	১২০৬	৭১৭	১৬৮	২২১৫	৯৯.৭৭%
২০১৯	২১৪৯	৯৮	৯৭৮	১০০৯	৪৬	২১৩১	৯৯.১৬%
২০২০	১৪৯০	১৫৪	৯৭০	৩৬৪	২	১৪৯০	১০০%
২০২১	২৩৯৩	৯৭৭	১৩৯৪	১৫	০	২৩৮৬	৯৯.৭১%
২০২২	২৮০২	১৭২১	১০৩৩	৪১	০	২৭৯৫	৯৯.৭৫%
২০২৩	৩২২৩	৩৫৩	২০৩১	৮৮০	৩৭	৩২০১	৯৯.৩১%

বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্লাবের সদস্য হওয়া যাবে

উচ্চমাধ্যমিকে বিষয়সমূহ

	আবশ্যিক বিষয়সমূহ (উভয় গ্রুপ)	পূর্ণমান
১	বাংলা (Bangla)	২০০
২	ইংরেজি (English)	২০০
৩	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT)	১০০

ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ

	আবশ্যিক বিষয়সমূহ	পূর্ণমান
১	ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা (Business Organization & Management)	২০০
২	হিসাববিজ্ঞান (Accounting)	২০০
৩	ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা / প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট ও মার্কেটিং (৩য় বিষয়)	২০০

	ঐচ্ছিক / ৪র্থ বিষয়সমূহ (যে-কোনো ১টি বিষয় নিতে হবে।)	পূর্ণমান
১	ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা (Finance Banking & Insurance)	২০০
২	প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট ও মার্কেটিং (Production Management & Marketing)	২০০
৩	পরিসংখ্যান (Statistics)	২০০
৪	অর্থনীতি (Economics)	২০০
৫	গার্হস্থ্যবিজ্ঞান (Home Science)	২০০

বিজ্ঞান গ্রুপ

	আবশ্যিক বিষয়সমূহ	পূর্ণমান
১	পদার্থবিজ্ঞান (Physics)	২০০
২	রসায়ন (Chemistry)	২০০
৩	জীববিজ্ঞান (Biology) / উচ্চতর গণিত (Higher Math) (৩য় বিষয়)	২০০

	ঐচ্ছিক / ৪র্থ বিষয়সমূহ (যে-কোনো ১টি বিষয় নিতে হবে।)	পূর্ণমান
১	জীববিজ্ঞান (Biology)	২০০
২	উচ্চতর গণিত (Higher Math)	২০০
৩	পরিসংখ্যান (Statistics)	২০০

* ৪র্থ বিষয় বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিবর্তন হতে পারে।

অনলাইন ভর্তি আবেদন পদ্ধতি ও পেমেন্ট সিস্টেম

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে এ কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত ধাপসমূহ অনুসরণ করে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

ধাপ-১. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের নিয়মানুসারে অনলাইনে ঢাকা কমার্স কলেজকে ১ম পছন্দ দিয়ে www.xiclassadmission.gov.bd-এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আবেদন ফি ১৫০/- (সর্বনিম্ন ৫টি এবং সর্বোচ্চ ১০টি কলেজ)

১ম পর্যায়ের অনলাইন আবেদন : ২৬ মে – ১১ জুন ২০২৪, ফল প্রকাশ : ২৩ জুন ২০২৪

২য় পর্যায়ের অনলাইন আবেদন : ৩০ জুন – ০২ জুলাই ২০২৪, ফল প্রকাশ : ০৪ জুলাই ২০২৪

৩য় পর্যায়ের অনলাইন আবেদন : ০৯ – ১০ জুলাই ২০২৪, ফল প্রকাশ : ১২ জুলাই ২০২৪

ধাপ-২. বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা অনলাইনে তাদের ভর্তি নিশ্চায়ন করবে।

১ম পর্যায়ের ভর্তি নিশ্চায়ন : ২৩ – ২৯ জুন ২০২৪

২য় পর্যায়ের ভর্তি নিশ্চায়ন : ০৫ – ০৮ জুলাই ২০২৪

৩য় পর্যায়ের ভর্তি নিশ্চায়ন : ১৩ – ১৪ জুলাই ২০২৪

ধাপ-৩. চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা কলেজের ওয়েবসাইটে (www.dcc.edu.bd) Admission/ Login অপশনে গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণ করে বিকাশ/ নগদ অথবা কলেজ অভ্যন্তরে অবস্থিত সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের বুথে ভর্তি ফি জমা দিবে।

ভর্তি ফি প্রদান ও অনলাইনে কলেজের ভর্তি ফরম পূরণ : ১৫ – ২৫ জুলাই ২০২৪

ধাপ-৪. অনলাইনে পূরণকৃত তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর মোবাইল নম্বরে ১টি আইডি নম্বর ও পাসওয়ার্ড প্রেরণ করা হবে। উক্ত আইডি-পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে শিক্ষার্থী যাবতীয় তথ্য পূরণ করবে। ছবি ও স্বাক্ষরের নির্ধারিত স্থানে ছবি ও স্বাক্ষর Upload করবে। শিক্ষার্থীর ছবি অবশ্যই সম্মুখভাবে তোলা ফরমাল হতে হবে। মোবাইল নম্বর হিসেবে শিক্ষার্থীর নিজের, বাবা, মা এবং অভিভাবকের মোবাইল নম্বর ব্যবহার করবে।

ধাপ-৫. শিক্ষার্থী ফরম পূরণ শেষে তা Download করে অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ কলেজ অফিস শাখায় (ক্লাস শুরু হলে) জমা দিতে হবে।

পেমেন্ট মাধ্যমসমূহ

bKash নগদ SIBL

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে উচ্চমাধ্যমিকে কোর্স ফি-সমূহ

একাদশ শ্রেণি

ক্রমিক নং	খাতসমূহ	টাকার পরিমাণ
১	ভর্তি ফি	২,৬০০.০০
২	টিউশন ফি (২৬০০X১২)	৩১,২০০.০০
৩	কলেজ উন্নয়ন ফি	৪,৮০০.০০
৪	সাহিত্য ও সংস্কৃতি ফি	৩৫০.০০
৫	কমন রুম ফি	২০০.০০
৬	ধর্মীয় অনুষ্ঠান ফি	২০০.০০
৭	ছাত্র কল্যাণ ফি	৯০০.০০
৮	লাইব্রেরি উন্নয়ন ও কার্ড ফি	১,২০০.০০
৯	কলেজ বার্ষিকী ফি	৬০০.০০
১০	শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী	১,০০০.০০
১১	কল্যাণ তহবিল	২,৬০০.০০
১২	রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	৯০০.০০
১৩	বিদ্যুৎ ফি	৩,৫০০.০০
১৪	পানি ও পয়ঃকর	৭০০.০০
১৫	চিকিৎসা ফি	৩০০.০০
১৬	পরিচয়পত্র	৪০০.০০
১৭	বার্ষিক ক্রীড়া ফি	৫৫০.০০
১৮	প্রোগ্রেস রিপোর্ট কার্ড	২০০.০০
১৯	রোভার স্কাউট ও বিএনসিসি	২০০.০০
২০	বার্ষিক ভোজ (অনুষ্ঠিত হলে)	৯০০.০০
২১	অটোমেশন ফি	১,০০০.০০
২২	অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ফি	৩,৫০০.০০
২৩	আইসিটি ল্যাব ফি	১,৬০০.০০
২৪	জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন ফি	৫০০.০০
২৫	যুব রেড ক্রিসেন্ট ফি	৩০.০০
২৬	বিবিধ	২০০.০০
কথায় : ষাট হাজার একশত ত্রিশ টাকা মাত্র।		**৬০,১৩০.০০**

উক্ত ফি-সমূহ আদায়ের প্রক্রিয়া	টাকার পরিমাণ
১. একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির সময়	১১,০০০/-
২. প্রথম মিডটার্ম পরীক্ষার পূর্বে	১১,৮৫০/-
৩. প্রথম পর্ব পরীক্ষার পূর্বে	১৪,৮০০/-
৪. দ্বিতীয় মিডটার্ম পরীক্ষার পূর্বে	১১,৬৫০/-
৫. দ্বিতীয় পর্ব পরীক্ষার পূর্বে	১০,৮৩০/-

(বিদ্র : কলেজ ইউনিফর্মের টাকা এর সাথে অন্তর্ভুক্ত নয়।)

ব্যবহারিক বিষয় সংক্রান্ত	টাকার পরিমাণ
১. ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ (পরিসংখ্যান/গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ৪র্থ বিষয় হিসেবে থাকলে ২য় পর্ব পরীক্ষার পূর্বের কিস্তির সাথে যুক্ত হবে)	৫০০/-
২. বিজ্ঞান গ্রুপ (বিজ্ঞানাগার ফি ২য় পর্ব পরীক্ষার পূর্বের কিস্তির সাথে যুক্ত হবে)	২,০০০/-

অনলাইনে (বিকাশ ও নগদ) এবং কলেজে অবস্থিত এসআইবিএল কালেকশন বুথে টিউশন ফি ও অন্যান্য ফি পরিশোধ করা যাবে।

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে উচ্চমাধ্যমিকে কোর্স ফি-সমূহ

দ্বাদশ শ্রেণি

ক্রমিক নং	খাতসমূহ	টাকার পরিমাণ
১	ভর্তি ফি	২,৬০০.০০
২	টিউশন ফি (২৬০০X১২)	৩১,২০০.০০
৩	কলেজ উন্নয়ন ফি	৪,৮০০.০০
৪	সাহিত্য ও সংস্কৃতি ফি	৩৫০.০০
৫	কমন রুম ফি	২০০.০০
৬	ধর্মীয় অনুষ্ঠান ফি	২০০.০০
৭	ছাত্র কল্যাণ ফি	৯০০.০০
৮	লাইব্রেরি উন্নয়ন ও কার্ড ফি	--------
৯	কলেজ বার্ষিকী ফি	৬০০.০০
১০	শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী	১,০০০.০০
১১	কল্যাণ তহবিল	২,৬০০.০০
১২	রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	৯০০.০০
১৩	বিদ্যুৎ ফি	৩,৫০০.০০
১৪	পানি ও পয়ঃকর	৭০০.০০
১৫	চিকিৎসা ফি	৩০০.০০
১৬	পরিচয়পত্র	--------
১৭	বার্ষিক ক্রীড়া ফি	৫৫০.০০
১৮	প্রোগ্রেস রিপোর্ট কার্ড	--------
১৯	রোভার স্কাউট ও বিএনসিসি	২০০.০০
২০	বার্ষিক ভোজ (অনুষ্ঠিত হলে)	৯০০.০০
২১	অটোমেশন ফি	১,০০০.০০
২২	অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ফি	৩,৫০০.০০
২৩	আইসিটি ল্যাব ফি	১,৬০০.০০
২৪	জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন ফি	৫০০.০০
২৫	যুব রেড ক্রিসেন্ট ফি	৩০.০০
২৬	বিবিধ	২০০.০০
কথায় : আটান্ন হাজার তিনশত ত্রিশ টাকা মাত্র।		**৫৮,৩৩০.০০**

উক্ত ফি-সমূহ আদায়ের প্রক্রিয়া	টাকার পরিমাণ
১. দ্বাদশ শ্রেণিতে ভর্তির সময়	১৫,২০০/-
২. তৃতীয় মিডটার্ম পরীক্ষার পূর্বে	১৩,৬৫০/-
৩. তৃতীয় পর্ব পরীক্ষার পূর্বে	১৪,৮৫০/-
৪. চতুর্থ পর্ব পরীক্ষার পূর্বে	১৪,৬৩০/-

ব্যবহারিক বিষয় সংক্রান্ত	টাকার পরিমাণ
১. ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ (পরিসংখ্যান/গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ৪র্থ বিষয় হিসেবে থাকলে ৩য় পর্ব পরীক্ষার পূর্বের কিস্তির সাথে যুক্ত হবে)	৫০০/-
২. বিজ্ঞান গ্রুপ (বিজ্ঞানাগার ফি ৩য় পর্ব পরীক্ষার পূর্বের কিস্তির সাথে যুক্ত হবে)	২,০০০/-

বিদ্র : নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফি পরিশোধ না করলে দৈনিক ১০/- টাকা হারে জরিমানা দিতে হয়।

কলেজ ফেইস বুক, নিউজ পোর্টাল ও ভিডিয়ো পোর্টালে কলেজের সচিত্র কার্যক্রম প্রকাশিত হয়